মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার
এবং
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে
বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম গঠন সংক্রান্ত চুক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-

এই মর্মে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ও সহযোগিতার মনোভাব দৃঢ়তর, বাণিজ্য সম্প্রসারিত এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার হইবে;

স্বীকার করিতেছে যে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্ব রহিয়াছে;

স্বীকার করিতেছে যে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উভয় পক্ষ উপকৃত হইতে পারে এবং বাণিজ্য-বিঘ্নকারী বিনিয়োগ-কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ও সংরক্ষণমূলক বাণিজ্য-ব্যবস্থা উক্ত উপকারকে সংকুচিত করিতে পারে;

স্বীকার করিতেছে যে, উভয় পক্ষ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনে (United Nations Conventions Against Corruption) স্বাক্ষর করিয়াছে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির প্রতি এবং এই কনভেনশনে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে স্বচ্ছতার কথা বিধৃত রহিয়াছে তাহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেছে;

স্বীকার করিতেছে যে, প্রবৃদ্ধি অর্জনে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, বাণিজ্য সম্প্রসারণে, প্রযুক্তির বিকাশে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশি ও বিদেশি উভয় ধরনের বেসরকারী বিনিয়োগের অপরিহার্য ভূমিকা রহিয়াছে;

স্বীকার করিতেছে যে, উভয় দেশের অর্থনীতিতে সেবা-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব রহিয়াছে;

স্বীকার করিতেছে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির সুবিধার্থে শুল্ক-বহির্ভূত প্রতিবন্ধকতাসমূহ হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়;

স্বীকার করিতেছে যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর ট্রিপস (TRIPS) চুক্তি, বার্ণ কনভেনশন, এবং মেধা সম্পদ সংরক্ষণ (IPR) সংক্রান্ত অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধানসমূহ পক্ষদ্বয়ের জন্য যেভাবে প্রযোজ্য (as applicable to the Parties) সেইভাবে অনুসরণপূর্বক পর্যাপ্তভাবে ও সঠিক পন্থায় মেধাসম্পদ সংরক্ষণ এবং মেধাসম্পদ অধিকার বলবৎকরণের গুরুত্ব রহিয়াছে;

স্বীকার করিতেছে যে, উভয় দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে শ্রম অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের গুরুত্ব রহিয়াছে; প্রত্যেক পক্ষ উহার আইনে ও অনুশীলনে ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up (1998) - এ বর্ণিত মৌলিক শ্রম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে, এই সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করিবে এবং উহা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পক্ষদ্বয় স্ব-স্ব শ্রম আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করিবে;

স্বীকার করিতেছে যে, উভয় পক্ষের পরিবেশ আইন অনুসরণে পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব রহিয়াছে এবং ইহা নিশ্চিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে যে, টেকসই উন্নয়নের অধিকতর বিকাশের ক্ষেত্রে, বাণিজ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিসমূহ পরস্পরের সহায়ক হইবে;

অভিপ্রায় ব্যক্তি করিতেছে যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের ভূ-খন্ডের শিল্পোদ্যোগ এবং অন্যান্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করিবে;

স্বীকার করিতেছে যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলির যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি কাঙ্ক্ষিত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে;

অভিপ্রায় ব্যক্তি করিতেছে যে, WTO এর চুক্তিসমূহ অক্ষুন্ন রাখিয়া পারস্পরিক সুবিধাজনক চুক্তির মাধ্যমে WTO এর নিয়মভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করিবে;

উল্লেখ করিতেছে যে, পক্ষদ্বয় WTO এর সদস্য এবং নিশ্চিত করিতেছে যে, এই চুক্তি WTO এর সহিত সংশ্লিষ্ট বা WTO এর আওতায় সম্পন্ন চুক্তিসমূহে, সমঝোতাসমূহে এবং অন্যান্য দলিলে বিধৃত অধিকার ও দায়বদ্ধতা কোনক্রমে ক্ষুণ্ন করিবে না;

উল্লেখ করিতেছে যে, ১২ মার্চ ১৯৮৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Reciprocal Encouragement and Protection of Investment Treaty (দ্বিপাক্ষিক, পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি) স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে, এই চুক্তি উক্ত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তিতে বিধৃত পক্ষগণের অধিকার ও দায়সমূহকে ক্ষুণ্ন করিবে না;

আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতেছে যে, বর্ধিত সহযোগিতা এবং আরও বিশদ চুক্তির মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এই চুক্তির মাধ্যমে অধিকতর আলোচনার একটি ফলপ্রসু ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হইবে; এবং

নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সম্মত হইল:

অনুচ্ছেদ -১

পক্ষদ্বয় উভয় দেশে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের অভিপ্রায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছে।

অনুচ্ছেদ -২

১। পক্ষদ্বয় এতদ্দ্বারা প্রত্যেক পক্ষের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ফোরাম (United States-Bangladesh Forum on Trade and Investment) প্রতিষ্ঠা করিল। উক্ত ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউ.এস. ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ (ইউ.এস.টি.আর) এর অফিস সভাপতিত্ব করিবে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে উভয় পক্ষ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২। পক্ষদ্বয় যেরূপ সম্মত হইবে সেইরূপে নির্ধারিত স্থান, সময় এবং পদ্ধতিতে উক্ত ফোরাম সভায় মিলিত হইবে। তবে, পক্ষদ্বয় বৎসরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবার চেষ্টা করিবে।

অনুচ্ছেদ -৩

উক্ত ফোরাম:

১। পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক পরিবীক্ষণ করিবে এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সুযোগসমূহ চিহ্নিত করিবে;
২। পক্ষদ্বয়ের স্বার্থ সম্বলিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় আনিবে;
৩। পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করিবে এবং সেগুলি দূরীকরণের জন্য কাজ করিবে; এবং
৪। যথাযথ ক্ষেত্রে, ফোরামের কাজ সম্পর্কে বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

অনুচ্ছেদ -৪

যে কোন পক্ষ অন্য পক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণনাপূর্বক একটি লিখিত অনুরোধপত্র প্রদান করিয়া ফোরামের নিকট বাণিজ্য কিংবা বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় উপস্থাপন করিতে পারিবে। অনুরোধ প্রাপ্তির পর, ফোরাম উহা দ্রুত বিবেচনায় আনিবে যদি না অনুরোধকারী পক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা স্থগিত রাখিতে সম্মত হয়। কোন বিষয় অন্য পক্ষের বাণিজ্য কিংবা বিনিয়োগ স্বার্থকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করিবার আশঙ্কা সৃষ্টি করিলে, বিষয়টির উপর ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে উহা বিবেচনার জন্য ফোরামকে সুযোগ প্রদানে পক্ষদ্বয় সচেষ্ট হইবে।

অনুচ্ছেদ -৫

এই চুক্তি কোন পক্ষের রাষ্ট্রীয় আইন কিংবা অন্য কোন চুক্তির আওতাধীন কোন পক্ষের অধিকার, দায়বদ্ধতা ও সুবিধাদি ক্ষুন্ন করিবে না।

অনুচ্ছেদ -৬

চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় যে তারিখে একে অন্যকে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে অবহিত করিবে যে, চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য তাহাদের স্ব স্ব দেশে অনুসরণীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, সেই তারিখ হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইবে। উভয় পক্ষ একই তারিখে

উহা একে অপরকে অবহিত করিতে না পারিলে, শেষ যে তারিখে এক পক্ষ অপর পক্ষকে উহা অবহিত করিবে, সেই তারিখ হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইবে।

অনুচ্ছেদ -৭

যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন সময় এই চুক্তির অবসান ঘটাইতে পারিবে। পক্ষদ্বয় যে তারিখে চুক্তিটির অবসান হইবে বলিয়া সম্মত হইবে, সেই তারিখে কিংবা উভয়পক্ষ সম্মত হইতে না পারিলে, নোটিশ প্রদানের ১৮০ দিন পর চুক্তিটির অবসান হইবে।

সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্ব স্ব পক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন:

২০১৩ সালের নভেম্বর মাসের ২৫ তারিখে, ওয়াশিংটন ডিসিতে, বাংলা ও ইংরেজি ভাষ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল, এবং বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষ্য সমভাবে নির্ভরযোগ্য হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে:

Wendy Cutler

(ওয়েন্ডি কাটলার)
ডেপুটি ইউ.এস.টি.আর.
অফিস অব দি ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে:

(মাহবুব আহমেদ)
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়